20

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 7

প্রকল্প গ্রহণে এই গচ্চা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জবাব কি

আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা এবং বাস্তবায়ন ব্যয় কোনকালেই প্রাক্কলিত হিসেবের মধ্যে যে থাকে না তা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। বরং বলা যায়, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিকে পরিণত হয়েছে বহুমাত্রিক কারণে। কিন্তু কোন প্রকল্পের পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে পূর্বের দরপত্রের চেয়ে বেশি দরের প্রস্তাব গ্রহণ করাকে কি বলা যাবে? এটা নিছক অনিয়ম। যে অদৃশ্য কারণে এটা ঘটে চূড়ান্ত বিচারে দেখা যায়, সেখানে দুর্নীতিই প্রধানতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে। এমনই একটি অনিয়ম এবং দুর্নীতির খবর মিলেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্যাকেজ কাজে। বেশি দরের দরপত্র গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় প্রায় পৌনে চার কোটি টাকা গচ্চা দিচ্ছে। কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইশারায় মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে এই গচ্চা দিতে হচ্ছে আমাদের সেটাই প্রশ্ন।

খবরে প্রকাশ, বরিশাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ নির্মাণ এবং আরো ১০টি কলেজের হোস্টেল সংস্কার কাজের জন্যে '৯৬ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রথম দরপত্র গ্রহণ করা হয়। নিয়োগকৃত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্থপতি সংসদ দরপত্র মূল্যায়ন করে মাত্র ১টি দরপত্র গ্রহণ করে। বাকিগুলো বাদ হয়ে যায়। রহস্যজনক হলো, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় দফা দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং প্রথম দফা দরপত্রের চেয়ে একটি ৭৫ লাখ টাকারও বেশি দরের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

তথ্যানুযায়ী ১১টি পৃথক কাজে প্রথম দফায় সর্বনিম্ন দর পাওয়া গিয়েছিল ২২ কোটি ৫৯ লাখ ২০ হাজার ৮শ' ৫৮ টাকা। দ্বিতীয় দফায় সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব ছিল ২৬ কোটি ৩৪ লাখ ৭ হাজার ৫শ' ৪৫ টাকা। অর্থাৎ প্রায় পৌনে চার কোটি টাকা অতিরিক্ত।

স্থপতি সংসদকে এই অপচয়ের জন্যে সরাসরি দায়ী করা হলেও পৌনে ৪ কোটি টাকার অপচয় মেনে নিয়েই কাজগুলো সম্পন্ন করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন মহল নীরব। গত বছর মে মাসে কার্যাদেশ দেয়ার মধ্য দিয়ে প্যাকেজ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

স্থপতি সংসদের বিরুদ্ধে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা এবং পৌনে ৪ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়ী করে উপরে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল। সেই সাথে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি বাতিলেরও সুপারিশ করা হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন মহল আগাগোড়াই নীরব থাকেন। স্থপতি সংসদের বিরুদ্ধে না হলো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ, না হলো রাষ্ট্রীয় এই অপচয়ের কোন প্রতিকার।

বরং পৌনে ৪ কোটি টাকার গচ্চাকে মন্ত্রণালয় জায়েজ করলেন। ভাবটা এমন, আছে গৌরী সেনের অর্থ, অপব্যয়ে অপচয়ে বাধা কোথায়!

আমরা গোটা বিষয়টি তলিয়ে দেখতে বা অনুসন্ধান করে যে দেখতে বলব তার অবকাশই বা কোথায়! প্রকল্পের কাজ তো এগিয়ে চলছে। সময় গড়িয়ে গেছে অনেক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিচের দিকের কর্মকর্তারা উর্ধ্বতনদের গোটা বিষয়টি অবহিত করার পরেও তারা কেন নীরব থাকলেন রহস্যটা এখানেই।

তবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রয়েছে হাজারো প্রকল্প। বাস্তবায়নের পথে আছে হাজারো প্রকল্প। আমাদের আলোচ্য প্যাকেজ প্রকল্পই হয়ত অপচয়ের একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়।

মন্ত্রণালয়ের যে একটি ফেসিলিটিজ বিভাগ রয়েছে, যার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা সেখানেই রয়েছে ভূত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নোত্তর প্রকল্পের গুণগত মান সম্পর্কে বেশি না, একটু খোঁজ-খবর, একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যায় আসলে হচ্ছেটা কি।

এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং জনগণ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলেই এ সম্পর্কে জ্ঞাত; কিন্তু নেই এর কোন সমাধান বা প্রতিকার। আদৌ হবে কিনা তা ভবিষ্যৎই বলবে।